শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকাঅবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৫শ অধ্যায় – যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

১.১৫ - যথাসময়ে পাণ্ডবদের অবসর গ্রহণ

- **১-৬ – অর্জুনের তীব্র কৃষ্ণবিরহ অনুভব –**
  - ১-৪ – বিরহজনিত বিভিন্ন দৈহিক লক্ষণাদি
  - ৫-৬ – ভগবানের বিরহে সমগ্র ভুবন প্রাণহীন দেহের মত
- **৭-১৭ – অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও সুরক্ষার কথা স্মরণ –**
  - তাঁরই কৃপায় – দ্রৌপদীকে প্রাপ্তি, ইন্দ্র-জয়, নিবাতকবচ বধ
- **১৮-২৩ – ঘনিষ্ট মূহূর্তগুলির স্মরণ –**
  - ১৮-১৯ – কৃষ্ণ অর্জুনের সখ্য, গম্ভীর ও মনোজ্ঞ বাক্য
  - ২০-২১ – কিছু গোপের কাছে অর্জুনের পরাজয়, শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত শক্তির উৎস
  - ২২-২৩ – যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ
- **২৪-৩১ – শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী স্মরণ করে অর্জুনের দিব্যস্তর প্রাপ্তি –**
  - ২৪-২৭ – সবকিছুকে ভগবানের ইচ্ছা বলে গ্রহণ করে অর্জুনের ভগবদ্গীতা স্মরণ
  - ২৮-২৯ – অন্তঃকরণ শুদ্ধি, দ্রুতবেগে ভক্তি বৃদ্ধি
  - ৩০-৩১ – অপ্রাকৃত সম্পদ লাভে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি
- **৩২-৪৪ – যুধিষ্টির মহারাজের অবসর –**
  - ৩২-৩৩ – কুন্তিদেবীর মুক্তি লাভ
  - ৩৪-৩৭ – শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পর কলির প্রবেশ, যুধিষ্টিরের গৃহত্যাগের প্রস্তুতি
  - ৩৮-৩৯ – যুধিষ্টির কর্তৃক পরীক্ষিৎ ও বজ্রের রাজ্যাভিষেক
  - ৪০-৪৪ – ভ্রাতাদের উপর নির্ভর না করে যুধিষ্টিরের উত্তরদিকে গমন
- **৪৫-৫১ – বাকী পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী এবং বিদুরের অবসর–**
  - ৪৫-৪৮ – বাকী পাণ্ডবদের তাঁর অনুসরণ এবং ভগবদ্ধাম প্রাপ্তি
  - ৪৯ – বিদুর – স্বস্থান পিতৃলোকে প্রত্যাবর্তন
  - ৫০ – দ্রৌপদী ও সুভদ্রার তাঁদের পতিদের অনুরূপ সুফল প্রাপ্তি
  - ৫১ – ফলশ্রুতি – এই কাহিনী শ্রবণে হরিভক্তি প্রাপ্তি

অধ্যায় কথাসার – পঞ্চদশ অধ্যায়ে পৃথিবীতে কলির প্রবেশ জানতে পেরে পৌত্র পরীক্ষিতের হস্তে রাজ্যভার অর্পণপূর্বক রাজা যুধিষ্ঠিরের স্বর্গারোহণ বর্ণিত হয়েছে। (গৌড়ীয় ভাষ্য)

এই পঞ্চদশ অধ্যায়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির অর্জুনের বিলাপ শ্রবণ করে, পরে কলির প্রবেশ লক্ষ্য করে পৌত্র পরীক্ষিতকে রাজ্যে অভিষিক্ত এবং পশ্চাৎ নির্বিঘ্ন হয়ে ভীমাদি ভ্রাতৃগণের সাথে মহাপ্রস্থানে গমন করলেন – এই বর্ণিত হয়েছে। (সারার্থ দর্শিনী)

১-৬ – অর্জুনের তীব্র কৃষ্ণবিরহ অনুভব –

১.১৫.১ – পূর্ব অধ্যায়ের সার –

সূত গোস্বামী বললেন-শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কাতর কৃষ্ণসখা অর্জুনকে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির এইভাবে নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অর্জুনের মনে বিরহ-বেদনা"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- গভীরভাবে শোকাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, অর্জুনের বাস্তবিকই কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল, এবং তাই তাঁর পক্ষে যুধিষ্ঠির মহারাজের নানা প্রকার আশঙ্কাযুক্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি।

১.১৫.২ – অর্জুনের অবস্থা –

গভীর শোকে অর্জুনের মুখ এবং হৃদয়পদ্ম শুষ্ক হয়েছিল। তাই তাঁর দেহ প্রভাহীন হয়েছিল। এখন,পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদয় হওয়ার ফলে তাঁর পক্ষে উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কষ্টকর হয়েছিল।

১.১৫.৩ – অশ্রু সংবরণ –

তখন তিনি অতি কষ্টে বিগলিত শোকাশ্রু সংবরণ করলেন, অশ্রুধারা হস্ত দ্বারা মার্জিত করলেন। শ্রীকৃষ্ণের অদর্শনে তাঁর খুবই উৎকণ্ঠা হয়েছিল বলে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন।

১.১৫.৪ – শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করে যুধিষ্ঠিরের প্রতি উত্তর –

শ্রীকৃষ্ণের সখ্যভাব, মিত্রতা, বন্ধুত্ব এবং সারথ্য আদি কার্যের কথা স্মরণ করে অর্জুন বাষ্প গদ্গদ গদ্গদ স্বরে অগ্রজ যুধিষ্ঠিরকে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরমেশ্বর ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক-সম্বন্ধের মাঝে অতি সর্বাঙ্গসুন্দর। সখ্য রসে অর্জুন ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের অন্যতম, এবং অর্জুনের প্রতি ভগবানের আচরণ বন্ধুত্বের সর্বোত্তম আদর্শ।

১.১৫.৫ – বন্ধুরূপী ভগবান শ্রীহরি থেকে বঞ্চিত –

অর্জুন বললেন-মহারাজ! পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি, যিনি আমার প্রতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মতো আচরণ করতেন, তিনি আজ আমাকে ছেড়ে চলে গেছেন। তাই আমার যে বিপুল তেজ দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদন করত, তা অপহৃত হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের অন্তর্ধান স্বীকৃত হল"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভগবান প্রদত্ত শক্তি

- ভগবানের বিভূতি – ভগবদ্গীতায় (১০/৪১) "এই বিশ্বে যেখানেই বিশেষ ঐশ্বর্য, বীর্য, শ্রী, জ্ঞান আদি বিভূতি দেখা যায়, তা সবই আমার সম্যক্ শক্তির এক নগণ্য অংশ মাত্র।
- ভগবানের পার্ষদগণ তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট – ভগবান যখন তাঁর নিত্য মুক্ত পার্ষদ পরিবৃত হয়ে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন, তখন তিনি কেবল তাঁর নিজেরই দিব্য শক্তি প্রদর্শন করেন, তা নয়, তাঁর পার্ষদ ভক্তদেরও তাঁর শক্তিতে আবিষ্ট করে তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করেন।
- ভগবান কর্তৃক অর্জুনের অলৌকিক শক্তি অপহরণ – ভগবান যখন এই পৃথিবী থেকে তাঁর লীলা সংবরণ করেন, তখন তিনি তাঁর পার্ষদদেরও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যান। ভগবান তাঁর অবতরণের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অর্জুনকে যে তেজ এবং বীর্যে আবিষ্ট করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য সাধনের পর দেবতাদেরও বিস্ময় উৎপাদনকারী অর্জুনের সেই অলৌকিক শক্তি অপহরণ করেছিলেন, কারণ ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য সেই সমস্ত শক্তির কোন প্রয়োজন ছিল না।
- ধার করা শক্তিতে গর্বিত হওয়া উচিত নয় – অর্জুনের মতো মহান্ ভক্ত অথবা স্বর্গের দেবতারাও যদি ভগবানের শক্তিতে আবিষ্ট হন এবং ভগবানের দ্বারাই সেই শক্তি থেকে বঞ্চিত হন, তা হলে তাঁদের তুলনায় অতি নগণ্য সাধারণ জীবদের কথা বলে আর কি হবে! অতএব কারও পক্ষেই ভগবানের কাছ থেকে ধার করা শক্তিতে গর্বিত হওয়া উচিত নয়।
- শক্তি এবং ঐশ্বর্যের সর্বোত্তম উপযোগিতা – প্রকৃতিস্থ মানুষের কর্তব্য ভগবানের এই ধরনের কৃপার জন্য কৃতজ্ঞতা অনুভব করে ভগবানের সেবায় তাঁর সেই শক্তিকে নিয়োজিত করা। ভগবান যে কোন সময় সেই শক্তি প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাই ভগবানের সেবাতেই এই ধরনের শক্তি এবং ঐশ্বর্যের প্রয়োগ করাই হল সেগুলির সর্বোত্তম উপযোগিতা।

১.১৫.৬ – ভগবৎ-বিরহে সমগ্র ভুবন প্রাণহীন দেহের মত –

আমি তাঁকে হারিয়েছি যাঁর ক্ষণকালের বিরহে এই সমগ্র ভুবনের সব কিছুই প্রাণহীন দেহের মতো অপ্রিয় এবং শূন্য বলে মনে হয়।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভগবানই পরম তত্ত্ব বা সর্ব কারণের পরম কারণ

- প্রকৃতপক্ষে কোন জীবের কাছেই ভগবানের থেকে প্রিয়তর আর কিছুই নেই।
- পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবানের স্বাংশ, আর জীব হচ্ছে তাঁর বিভিন্নাংশ।
- আত্মা জড় দেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আত্মাহীন জড় দেহের কোনই মূল্য নেই; তারা সকলেই পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, অথবা পরস্পর নির্ভরশীল; তাই চূড়ান্ত বিচারে ভগবানই হচ্ছেন সমস্ত কিছুর পরম তত্ত্ব বা সর্ব কারণের পরম কারণ।

৭-১৭ – অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ও সুরক্ষার কথা স্মরণ –

১.১৫.৭ – দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় প্রাপ্ত বিজয় ছিল শ্রীকৃষ্ণেরই কৃপা –

আমি কেবল তাঁরই কৃপার বলে বলীয়ান্ হয়ে, দ্রুপদ রাজভবনে স্বয়ংবর সভায় সমাগত কামোন্মত্ত নৃপতিদের প্রভাব পরাভূত করেছিলাম। আমার ধনুকের জ্যা আরোপণ করে মৎস্য রূপী লক্ষ্য বিদ্ধ করেছিলাম এবং তার ফলে দ্রৌপদীকে লাভ করেছিলাম।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অর্জুন কিভাবে দ্রৌপদী লাভে সমর্থ হন"

১.১৫.৮ – ইন্দ্রজয়, খান্ডববন দহন, ময়দানব নির্মিত মায়াসভা –

তিনি নিকটে ছিলেন বলেই দক্ষতা সহকারে আমি দেবতাগণ সহ মহাবলবান ইন্দ্রদেবকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলাম, এবং তাই অগ্নিদেবকে খাণ্ডব বন দহন করতে দিতে পেরেছিলাম। কেবল তাঁরই করুণায় সেই জ্বলন্ত খাণ্ডব বনের মধ্যে থেকে ময়দানব রক্ষা পেয়েছিল, এবং তাই আমাদের আশ্চর্য স্থাপত্য শিল্পমণ্ডিত মায়াময়ী সভাগৃহটি আমরা গড়ে তুলতে পেরেছিলাম- যে-সভাগৃহে সমস্ত নরপতিরা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সমবেত হয়েছিলেন এবং আপনাকে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভগবানের কৃপা < ভগবদ্ভক্তদের কৃপা

- সুতরাং ভগবদ্ভক্তরা ভগবানের থেকেও অধিক কৃপাময়, এবং ভগবদ্ভক্তির মার্গে ভগবানের কৃপা থেকে ভক্তের কৃপা অধিক বলবান। অগ্নিদেব এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন যে, অর্জুনের মতো এক মহান্ ভক্ত তাকে আশ্রয় দান করেছেন, তখন তাঁরা উভয়েই সেই অসুরটির পশ্চাদ্বাবন থেকে বিরত হন।
- ভগবদ্ভক্তির পন্থা হচ্ছে যে, ভক্তের কৃপায় ভগবানের কৃপা লাভ হয়, এবং ভগবানের কৃপায় ভগবদ্ভক্তের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়।

১.১৫.৯ – ভীমের জরাসন্ধ বধ, নৃপতিদের মুক্তি –

দশ হাজার হাতির শক্তি সমন্বিত আপনার ভ্রাতা ভগবানেরই কৃপায় বধ করেছিলেন জরাসন্ধকে, যার পদযুগল বহু নৃপতিদের দ্বারা পূজিত হত। জরাসন্ধের মহাভৈরব যজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্য এই সমস্ত রাজাদের নিয়ে আসা হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা এইভাবে মুক্ত হয়েছিলেন। পরে তাঁরা আপনাকে কর প্রদান করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভীম কিভাবে জরাসন্ধ বধে সক্ষম হন"

১.১৫.১০ – দ্রৌপদীর কৃষ্ণশরণ –

রাজসূয় যজ্ঞোৎসবে বিশেষভাবে পবিত্র এবং সুন্দর বস্ত্র আভরণে সজ্জিতা তোমার পত্নীকে যখন দুষ্কৃতকারীরা কেশাকর্ষণ করেছিল, তখন সে অশ্রুসিক্ত নয়নে শ্রীকৃষ্ণের চরণে পতিত হয়েছিল, এবং তিনি সেই দুষ্কৃতকারীদের পত্নীদের কেশ বেণীমুক্ত করেছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তদের অপমান করার ফল – কোনও দুষ্কৃতকারী ভগবানকে অপমান করলে তিনি তা সহ্য করতে পারেন, কেননা পুত্র পিতাকে অপমান করলেও পিতা তা সহ্য করেন। কিন্তু তিনি কখনও তাঁর ভক্তের অপমান সহ্য করতে পারেন না। কোন মহাত্মাকে অপমান করলে মানুষ তার সমস্ত পুণ্যের ফল কৃপাশীর্বাদ সব কিছুই হারায়।

১.১৫.১১ – দুর্বাসার কোপ থেকে রক্ষা –

আমাদের বনবাসের সময়, আমাদের ভয়ঙ্কর সঙ্কটে ফেলার জন্য আমাদের শত্রুরা, দুর্বাসা মুনিকে, যিনি তাঁর অযুত শিষ্যসহ ভোজন করেন, আমাদের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন। সেই সময় তিনি (শ্রীকৃষ্ণ), শাকান্নের অবশিষ্টমাত্র গ্রহণ করেই আমাদের রক্ষা করেছিলেন। ঐভাবে তিনি অন্ন গ্রহণ করেছিলেন বলে নদীতে স্নানরত মুনিগোষ্ঠী বিপুল পরিমাণে আহারের পরিতৃপ্তি অনুভব করেছিলেন আর সমগ্র ত্রিভুবনও তাতে পরিতৃপ্ত হয়েছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "পাণ্ডবেরা কিভাবে দুর্বাসা মুনির রোষ থেকে রক্ষা পান"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই ঘটনাটি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভগবান হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, এবং তাই তিনি যোগেশ্বর নামে পরিচিত।
- ভগবানকে ভোগ নিবেদন – এই ঘটনাটি থেকে আর একটি শিক্ষাও লাভ করা যায় যে, প্রত্যেক গৃহস্থের অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা, এবং তার ফলে সকলেই, এমন কি দশ সহস্র অতিথি পর্যন্ত, সম্পূর্ণ রূপে তৃপ্ত হবেন। এইটিই ভগবদ্ভক্তির পন্থা।

১.১৫.১২ – অর্জুন কর্তৃক মহাদেব ও পার্বতীর প্রসন্নতা বিধান, অস্ত্রলাভ ও স্বশরীরে স্বর্গগমন –

তাঁরই প্রভাবে আমি যুদ্ধে দেবাদিদেব মহাদেবকে এবং তাঁর পত্নী পার্বতীকে বিস্ময়ান্বিত করতে সমর্থ হয়েছিলাম। তিনি (শিব) তখন আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর নিজের অস্ত্র প্রদান করেছিলেন। অন্য দেবতারাও তাঁদের নিজের নিজের

অস্ত্র আমাকে দান করেছিলেন, এবং তা ছাড়াও এই শরীরেই আমি স্বর্গলোকে যেতে পেয়েছিলাম এবং দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর সভায় আমাকে তাঁর মহান আসনের অর্ধভাগ দান করেছিলেন।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "অর্জুন কিভাবে বিবিধ অস্ত্র লাভ করেন"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দেব-পূজায় প্রাপ্ত ফল অনিত্য – অর্জুন যে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে সখ্যভাবাপন্ন কার্যকলাপের বর্ণনা করেছেন, তা থেকে সকলেই এই শিক্ষা লাভ করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে সর্বতোভাবে মঙ্গল লাভ হয়, কিন্তু দেবতাদের ভক্ত বা উপাসকেরা যা লাভ করে তা আংশিক, এবং দেব-দেবীদের মতোই অপূর্ণ এবং অনিত্য।
- এই শ্লোকটির আর একটি তাৎপর্য হচ্ছে যে, শাস্ত্রের কর্মকাণ্ডে নির্দেশিত পুণ্য কর্ম অনুষ্ঠান করার ফলে স্বর্গলোকে উন্নীত হওয়া যায়।

১.১৫.১৩ – স্বর্গলোকে নিবাতকবচ বধ –

যখন আমি অতিথিরূপে কয়েক দিনের জন্য স্বর্গলোকে অবস্থান করেছিলাম; তখন দেবরাজ ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতারা নিবাতকবচ নামক এক অসুরকে সংহার করার জন্য গাণ্ডীবধারী আমার বাহুযুগলের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। হে আজমীঢ় রাজবংশের বংশধর, এখন আমি পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে হারিয়েছি, যাঁর প্রভাবে আমি এত শক্তিশালী হয়েছিলাম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের ইচ্ছা – পরমেশ্বর ভগবান সর্বশক্তিমান, এবং তাঁর কৃপায় তাঁর শুদ্ধ ভক্তেরা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে অসীম শক্তির অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর শক্তি সংবরণ করেন, তখন ভগবানের ইচ্ছায় তিনি সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন হয়ে পড়েন।

১.১৫.১৪ – বিরাট পর্বের যুদ্ধে অর্জুনের জয় –

কৌরবদের সামরিক শক্তি ছিল বহু অজেয় প্রাণী সমন্বিত সমুদ্রের মতো, এবং তার ফলে তা ছিল দুরতিক্রম্য। কিন্তু তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ফলে, আমি, রথারূঢ় হয়ে তা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিলাম। এবং তাঁরই কৃপার প্রভাবে আমি গোধন ফিরিয়ে আনতে এবং সমস্ত তেজের উৎস স্বরূপ বহু রাজাদের মণিময় শিরোভূষণ বলপূর্বক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলাম।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "তিনি কিভাবে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সংগ্রাম করেন"

১.১৫.১৫ – কৌরব রাজন্যবর্গের আয়ু, মনোবল এবং ওজ হরণ –

তিনিই তাদের আয়ু হরণ করে নিয়েছিলেন, এবং তিনিই যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণাচার্য, শল্য প্রমুখ কৌরব রাজন্যবর্গের দ্বারা রচিত বিপুল সৈন্যসজ্জা থেকে মনোবল এবং ওজ হরণ করেছিলেন। তাদের আয়োজন এবং দক্ষতা অপর্যাপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি (শ্রীকৃষ্ণ) রথ অগ্রভাগে চালনা করার সময়ে এই সমস্ত কার্য সম্পাদন করেছিলেন।

১.১৫.১৬ – নৃসিংহদেব কর্তৃক প্রহ্লাদ রক্ষার ন্যায়, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনের রক্ষা –

অসুরদের অস্ত্রসমূহ যেমন নৃসিংহদেবের পরম সেবক প্রহ্লাদের অঙ্গ স্পর্শ করতে পারেনি, তেমনি তাঁর (শ্রীকৃষ্ণের) কৃপায় ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুশর্মা, শল্য, জয়দ্রথ এবং বাহ্লীক প্রভৃতি বীরচূড়ামণিদের প্রযুক্ত অব্যর্থ বীর্য অস্ত্রসমূহ আমার কেশ স্পর্শ করতেও সমর্থ হয়নি।

১.১৫.১৭ – শ্রীকৃষ্ণকে সারথিরূপে নিযুক্ত করায় অর্জুনের অনুতাপ –

যখন আমার তৃষ্ণার্ত অশ্বদের জন্য জল আনতে আমি রথ থেকে নেমেছিলাম, তখন তাঁরই কৃপায় শত্রুরা আমাকে বধ করতে দ্বিধা করেছিল। আর জগতের উদ্ধারকর্তা আমার সেই ভগবানেরই প্রতি আমার কুমতিবশত তাঁকে আমার রথের সারথিরূপে নিযুক্ত করতে দুঃসাহসী হয়েছিলাম, কারণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা পর্যন্ত মুক্তিলাভের জন্য তাঁরই উদ্দেশ্যে ভজনা করেন এবং ভক্তিসেবা নিবেদন করে থাকেন।

১৮-২৩ – ঘনিষ্ট মূহুর্তগুলির স্মরণ –

১.১৫.১৮ – নিজের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের গম্ভীর ও মনোজ্ঞ পরিহাস বাক্যগুলি স্মরণ করে অর্জুনের ব্যাকুল হৃদয় –

হে রাজন্! সেই মাধব আমার প্রতি যে সমস্ত গভীর অথচ সুন্দর হাসিমাখা পরিহাস বাক্য প্রয়োগ করতেন, এবং আমাকে কখনও 'হে পার্থ, হে অর্জুন, হে সখে, হে কুরুনন্দন' ইত্যাদিরূপে যে সমস্ত মধুময় মনোজ্ঞ সম্বোধনে সম্বোধিত করতেন, আজ সেই সব স্মরণ করে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যাকুল হচ্ছে।

১.১৫.১৯ – কৃষ্ণ-অর্জুনের সখ্য –

সাধারণত আমরা দুজনে একত্রে শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ ও ভোজনাদি করতাম। বীরত্বব্যঞ্জক কাজের আত্ম-প্রশংসার সময়ে যদি দৈবাৎ কোন কার্যের বা বাক্যের ব্যতিক্রম ঘটত, তখন আমি তাঁকে "ওহে! তুমি ত বড় সত্যবাদী" এই রকম বক্রোক্তিতে তিরস্কার করতাম। কিন্তু সখা যেমন সখার এবং পিতা যেমন পুত্রের অপরাধ সহ্য করেন, সেইভাবে দেবপূজ্য পরমাত্মা হলেও তিনিও মন্দমতি আমার সমস্ত অপরাধই নিজগুণে সহ্য করতেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের কাছে ভক্তের ভর্ৎসনা বৈদিক মন্ত্রের চেয়েও তৃপ্তিদায়ক – যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ, তাই তাঁর শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে সখারূপে, পুত্ররূপে, অথবা প্রেমিকরূপে তাঁর অপ্রাকৃত লীলাবিলাসে কখনই কোন রকম অপূর্ণতা থাকে না। বিধিবদ্ধভাবে মহাপণ্ডিত এবং ধর্মিক ব্যক্তিরা যে বৈদিক মন্ত্রাদি উচ্চারণের মাধ্যমে তাঁকে বন্দনা করেন, তার থেকে তাঁর সখা, পিতামাতা এবং প্রেমিকাদের ভর্ৎসনায় ভগবান অধিকতর তৃপ্ত হন।

১.১৫.২০ – কিছু গোপের নিকট অর্জুনের পরাজয় –

হে রাজশ্রেষ্ঠ, এখন আমার পরম বন্ধু, পরম সুহৃদ, পুরুষোত্তম কর্তৃক আমি ত্যক্ত হয়েছি, এবং তাই আমার হৃদয় সম্পূর্ণরূপে শূন্য বলে মনে হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণের অবর্তমানে তাঁর সমস্ত স্ত্রীদের আমি যখন রক্ষা করে নিয়ে আসছিলাম, তখন পথে কতকগুলি অতি নীচ গোপ এসে আমাকে অবলার মতো অনায়াসে পরাস্ত করেছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই শ্লোকের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, একদল হীনজাত গোপের পক্ষে কিভাবে অর্জুনের পরাস্ত করা সম্ভব হয়েছিল এবং কিভাবে এই প্রাকৃত গোপেরা অর্জুনের দ্বারা সুরক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের মহিষীদের শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বিষ্ণু পুরাণ এবং ব্রহ্ম পুরাণ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে এই আপাতবিরোধী সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন করেছেন। (তাৎপর্য দ্রষ্টব্য)
- মহান্ অষ্টাবক্র মুনির বাক্যের মর্যাদা রক্ষার্থে ভগবান স্বয়ং অর্জুনের রক্ষণাবেক্ষণ থেকে তাঁর মহিষীদের অপহরণ করেন।
- শ্রীকৃষ্ণ চেয়েছিলেন যে, তাঁর অন্তর্ধানের পর তাঁর সমস্ত পরিকরেরা ভগবদ্ধামে যাতে ফিরে যায়, এবং বিভিন্নভাবে তিনি তাঁদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

১.১৫.২১ – শ্রীকৃষ্ণই সকল ক্ষমতার উৎস –

পূর্বে রাজারা যাঁর প্রভাবে আমার কাছে মস্তক অবনত করতেন, আজ সেই ধনুক, সেই বাণ, সেই রথ ও সেই অশ্ব-সমস্তই আছে এবং আমিও সেই রথীই আছি, কিন্তু যেমন বিবিধ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ভস্মে ঘৃত আহুতি প্রদানের কোন ফল লাভ হয় না, যাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ধনসম্পদ সঞ্চয়ে কোন লাভ হয় না অথবা উষর ভূমিতে বীজ বপন করলে কোন ফল উৎপন্ন হয় না, তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বিরহে ক্ষণিকের মধ্যেই আমার ধনুক প্রভৃতি সমস্তই অকর্মণ্য হয়েছে; আমিও অকর্মণ্য হয়ে পড়েছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধার করা অলংকারের গর্বে কখনও গর্বিত হওয়া উচিত নয়। ঠিক যেমন সমস্ত বিদ্যুৎ আসে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র থেকে এবং যখন সেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়, তখন আর বাতি জ্বলে না। পরমেশ্বর ভগবানের পরম ইচ্ছাতেই সেই শক্তির উৎপাদন ক্ষণিকের মধ্যেই হতে পারে অথবা তা সংবরণ হতে পারে।
- ছেলে-খেলা – শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদ বিনা জড় সভ্যতা কেবল ছেলে-খেলা মাত্র। পিতামাতা যতক্ষণ শিশুকে খেলার অনুমতি দেন, ততক্ষণ পর্যন্ত সে খেলতে পারে, কিন্তু পিতামাতা যখন তাকে ডাকেন, তখন তার খেলা বন্ধ করতে হয়।
- মৃতদেহকে সাজানো – মানব সভ্যতা এবং মানুষের সমস্ত কার্যকলাপ তাই পরমেশ্বর ভগবানের পরম আশীর্বাদ নিয়েই সম্পাদিত হওয়া উচিত, এবং সেই আশীর্বাদ ব্যতীত মানব সভ্যতার সমস্ত প্রগতি একটি মৃতদেহকে সাজানোর মতোই।
- এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে, মৃত সভ্যতা এবং তাঁর কার্যকলাপ ছাইয়ের গাদায় ঘি ঢালার মতো এবং উষর ভূমিতে বীজ বপন করার মতোই নিরর্থক।

১.১৫.২২-২৩ – যদুবংশ ধ্বংসের সংবাদ –

হে রাজন্! আপনি দ্বারকাপুরীর যে সুহৃদ্ দের কথা জিজ্ঞাসা করলেন, ব্রাহ্মণদের অভিশাপে তাঁদের বিশেষভাবে মোহ উপস্থিত হয়; পরে অন্ন থেকে প্রস্তুত বারুণী নামক মদিরা পান করায় তাঁদের এমন চিত্তোন্মত্ততা উপস্থিত হয় যে, তাঁরা যেন পরস্পর পরস্পরকে চিনতে না পেরে এড়কা দণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করে প্রায় সকলেই নিহত হয়েছেন, এখন তাঁদের চার-পাঁচ জন অবশিষ্ট আছেন।

২৪-৩১ – শ্রীকৃষ্ণের উপদেশাবলী স্মরণ করে অর্জুনের দিব্যস্তর প্রাপ্তি –

১.১৫.২৪ – ভগবানের ইচ্ছাই জীবের সংহার পালনের কারণ –

বাস্তবিকই, পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা শক্তির প্রভাবে জীব কখনও-বা পরস্পর পরস্পরকে সংহার করে বা পরস্পর পরস্পরকে পালন করে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভগবানের সন্তুষ্টিবিধান

- ভগবানের ইচ্ছা ব্যতীত একটি তৃণও নড়ে না। তাই যখন ভগবানের বিধান অনুযায়ী সুবদ্ধ আইনসমূহ অমান্য করা হয়, তখন মানুষে মানুষে এবং দেশে দেশে যুদ্ধ হয়। তাই শান্তি লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল সব কিছুই ভগবানের প্রতিষ্ঠিত বিধান অনুসারে সম্পাদন করা।
- ভগবানের বিধান হচ্ছে, আমরা যা কিছু করি, যা কিছু খাই, যা কিছু উৎসর্গ করি অথবা যা কিছু দান করি, তা যেন অবশ্যই ভগবানেরই সম্যক্ সন্তুষ্টি বিধানের জন্য করা হয়।
- বিচার করার শিক্ষা – বীরত্বের কাজে সব চেয়ে ভাল দিকটা হল বিবেচনা, এবং তাই ভগবানের প্রীতিবিধানমূলক কাজ আর ভগবানের কাছে অপ্রীতিকর কাজের মধ্যে যে কি পার্থক্য, তা কিভাবে বিচার করতে হয় সেই শিক্ষা লাভ করতে হবে।
- যোগকর্মসুকৌশলম্ – ব্যক্তিগত খেয়ালের কোন অবকাশ সেখানে নেই; ভগবানের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য লক্ষ্য স্থির করে আমাদের সর্বদা সব কিছু করতে হবে। এই ধরনের কার্যকলাপকে বলা হয় যোগকর্মসুকৌশলম্, বা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করার কৌশল। এইটিই হচ্ছে সর্বাঙ্গসুন্দরভাবে কোনও কাজ করার কৌশল।

১.১৫.২৫-২৬ – ভূভার লাঘব –

হে মহারাজ, সমুদ্রে বৃহৎ এবং অধিকতর বলশালী জলচর প্রাণীরা যেমন ক্ষুদ্র এবং দুর্বল জলচর প্রাণীদের ভক্ষণ করে,তেমনই পরমেশ্বর ভগবান সবল এবং বৃহৎ যদুদের দ্বারা দুর্বল এবং ক্ষুদ্র যদুদের সংহার করিয়ে পৃথিবীর ভার লাঘব করেছেন।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "আত্মসংরক্ষণের নিয়ম"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

জীবন সংগ্রাম

- জড় জগতে জীবন সংগ্রাম এবং সেই সংগ্রামে যোগ্য ব্যক্তির জয়লাভই প্রকৃতির নিয়ম, কারণ বদ্ধ জীব জড় জগতকে ভোগ করার চেষ্টায় সর্বদা লিপ্ত বলে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। জড় জগতকে ভোগ করার বাসনা জীবের বন্ধনের মূল কারণ।
- জড় জগৎ তথা ভগবানের সৃষ্টির উপর আধিপত্য করার এই মনোভাব স্বাভাবিকভাবেই বদ্ধ জীবেদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে এবং তাই প্রকৃতির নিয়মে জীবের জীবন সংগ্রাম।
- চিৎ জগতে এই ধরনের কোন বৈষম্য নেই, সেখানে বেঁচে থাকার জন্য কাউকে সংগ্রাম করতে হয় না। সেখানে জীবন সংগ্রাম নেই, কারণ সেখানে সকলেই নিত্য। সেখানে কোন বৈষম্য নেই, কারণ সেখানে সকলেই ভগবানের সেবা করতে চান, এবং কেউই ভগবানের অনুকরণ করে ভোক্তা হতে চান না।

🕮 ১.১৫.২৭ – গোবিন্দ-উপদেশ হৃত্তাপ উপশমকারী –

পরমেশ্বর ভগবান (গোবিন্দ) প্রদত্ত উপদেশগুলির প্রতি এখন আমি আকৃষ্ট হচ্ছি, কেননা এগুলি দেশ এবং কালের সমস্ত পরিস্থিতিতে হৃদয়ের তাপ প্রশমিত করার সারগর্ভ উপদেশে পূর্ণ।

❁ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "শ্রীমদ্ভগবদগীতার সারমর্ম"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এখানে অর্জুন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশের কথা বলছেন, যা কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে ভগবান তাঁকে দান করেছিলেন।
- ঐতিহাসিক মহাকাব্য মহাভারত যা বিশেষভাবে স্ত্রী, শূদ্র এবং দ্বিজবন্ধুদের জন্য রচিত হয়েছে, তাঁর অভ্যন্তরে এই শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা স্থাপন করা হয়েছে।
- আবার, এই জড় জগৎ থেকে ভগবান অপ্রকট হলে, অর্জুন যখন তাঁর শৌর্য এবং যশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তখন তিনি পুনরায় শ্রীমদ্ভগবদগীতার মহান্ শিক্ষা স্মরণ করেছিলেন সকলকে এই শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে, সমস্ত সমস্যাতেই শ্রীমদ্ভগবদগীতার উপদেশ গ্রহণ করা যায় -কেবল জড় দুঃখ-দুর্দশার উপশমের জন্যই নয়, যে বন্ধন সঙ্কট কালে আমাদের বিব্রত করতে পারে, তা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যও।
- শ্রীমদ্ভগবদগীতায় জ্ঞানের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, যথা

  ১. পরমেশ্বর ভগবান,
  ২. জীব,
  ৩. প্রকৃতি,
  ৪. স্থান এবং কাল,
  ৫. কর্মপ্রক্রিয়াদি।

- এর মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব গুণগতভাবে এক। তাঁদের উভয়ের পার্থক্য বিশ্লেষন করে বলা হয়েছে, ভগবান পূর্ণ এবং জীব তাঁর অবিচ্ছেদ্য অংশস্বরূপ। প্রকৃতি তিন গুণের ক্রিয়া প্রদর্শনকারী অচেতন পদার্থ, এবং নিত্য কাল ও অসীম দেশ জড়া প্রকৃতির অস্তিত্বের অতীত। জীব তার বিভিন্ন কার্যকলাপের ফলে এই জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হতে পারে অথবা প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে।
- বৈদিক জ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ পরিকল্পনাটির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় বন্ধনের মোহ থেকে জীবকে মুক্ত করে তার প্রকৃত স্বরূপে অধিষ্ঠিত করা।
- শ্রীমদ্ভগবদগীতায় জীব এবং ভগবান উভয়কেই সনাতন বা নিত্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং জড়া প্রকৃতির অনেক দূরে ভগবানের ধামও সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ভগবান জীবকে তাঁর সেই সনাতন ধামে নিত্য জীবন লাভ করতে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন, এবং যে পন্থায় আত্মার নিত্য বৃত্তি প্রদর্শনকারী ভগবানের ধামে ফিরে যাওয়া যায়, তাকে বলা হয় সনাতন ধর্ম।

🕮 ১.১৫.২৮ – শোক ও জড় কলুষ থেকে অন্তঃকরণ শুদ্ধির উপায় –

সূত গোস্বামী বললেন-এইভাবে অত্যন্ত গভীর সৌহার্দ্য সহকারে শ্রীকৃষ্ণের চরণ কমল চিন্তা করতে করতে অর্জুনের অন্তঃকরণ শোকরহিত হয়েছিল এবং জড় জগতের সমস্ত কলুষ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীকৃষ্ণ সূর্যসম। সূর্যের উদয় হলে তৎক্ষণাৎ অন্ধকার দূর হয়ে যায়, তেমনই ভক্তের হৃদয় যখন কৃষ্ণরূপ সূর্যের উদয় হয় তৎক্ষণাৎ জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাপূর্ণ সমস্ত প্রভাব বিদূরিত হয়ে যায়।
- বিরহের অনুভূতিও অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস, এবং জড় জগতের কলুষিত বিরহ অনুভূতির সঙ্গে কখনই তা তুলনা করা যায় না।

🕮 ১.১৫.২৯ – দ্রুতবেগে ভক্তি বর্ধনের উপায় –

নিরন্তর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মের ধ্যান করার ফলে অতি দ্রুত গতিতে অর্জুনের ভক্তি বর্ধিত হয়েছিল, এবং তাঁর মন থেকে সমস্ত মল বিদূরিত হয়েছিল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জীবের সঞ্চিত অনুভূতি – জন্ম-জন্মান্তরে বদ্ধ জীব কত রকম তৃপ্তিকর এবং অতৃপ্তিকর অনুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়, যা অলীক এবং অনিত্য। জড় বাসনার প্রতিক্রিয়া রূপে সেগুলি সঞ্চিত হয়, কিন্তু আমরা যখন ভগবদ্ভক্তি সাধনের ফলে পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বিচিত্র শক্তিরাজির

সান্নিধ্যে আসি, তখন সমস্ত জড় কামনা বাসনার নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়, এবং আমাদের বুদ্ধি প্রকৃত রঙে অনুরঞ্জিত হয়ে শান্ত হয়।

🕮 ১.১৫.৩০ – ইন্দ্রিয়ের প্রভু –

ভগবানের লীলাবিলাস এবং কার্যকলাপের ফলে এবং তাঁর অনুপস্থিতির ফলে, মনে হয়েছিল যেন অর্জুন তাঁর দেওয়া সমস্ত উপদেশ ভুলে গেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি, এবং তিনি পুনরায় তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু হয়েছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের উদ্দেশ্য সাধন করার জন্যই জীবন যাপন করা উচিত, এবং তার ফলেই নিঃসন্দেহে পরমেশ্বর ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়। সেটাই জীবনের পরম পূর্ণতা।

🕮 ১.১৫.৩১ – অপ্রাকৃত সম্পদ –

এই অপ্রাকৃত সম্পদ লাভ করার ফলে তিনি দ্বিধাজনিত সমস্ত সংশয় ছিন্ন করেছিলেন। তার ফলে তিনি প্রকৃতির তিন গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে নির্গুণ স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর আর জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, কারণ তিনি জড় শরীর থেকে মুক্ত হয়েছিলেন।

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **“শ্রীমদ্ভগবদগীতার মাধ্যমে মুক্তি”**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরম জ্ঞান লাভ করার ফলে নিরন্তর ভগবানের সঙ্গ লাভ করা যায়। এমন কি, এই জীবনেও ভগবানের মহিমা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরন এবং বন্দনের মাধ্যমে নিরন্তর তাঁর সঙ্গ লাভ করা যায়।
- বৈদিক শাস্ত্রে বর্ণিত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমে দিব্য চেতনার উন্মীলন না হলে সর্ব অবস্থায় ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করা যায় না।

৩২-৪৪ – যুধিষ্ঠির মহারাজের অবসর –

🕮 ১.১৫.৩২ – যুধিষ্ঠির মহারাজের ভগবদ্ধামে প্রত্যাবর্তনের সংকল্প –

শ্রীকৃষ্ণের স্বধামে প্রত্যাবর্তনের কথা, এবং এই পৃথিবী থেকে যদুকুলের বিনাশের কথা শুনে নিশ্চলমতি মহারাজ যুধিষ্ঠির স্বগৃহে শ্রীকৃষ্ণের ধামে ফিরে যেতে স্থির সংকল্প করলেন।

✽ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – **“পাণ্ডবদের যথাকালে অবসর”**

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

ভগবানের আবির্ভাব ও তিরোভাব

- তিনি সূর্যের মতো। সূর্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উদিত হয় এবং অস্ত যায় এবং তার ফলে অন্য কোন স্থানে তার উপস্থিতি ব্যাহত হয় না। পশ্চিম গোলার্ধ থেকে অন্তর্হিত না হয়েই সূর্য সকালে ভারতবর্ষে উদিত হতে পারে। সৌরমণ্ডলের সর্বত্রই সূর্য সর্বদাই বিরাজমান, কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যেন কোন স্থানে সূর্য সকালবেলা উদিত হচ্ছে এবং কোন বিশেষ সময়ে সন্ধ্যা বেলায় অস্ত যাচ্ছে। সূর্য সময়ের অপেক্ষা করে না, সুতরাং সূর্যের যিনি স্রষ্টা এবং নিয়ন্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা আর বলে কী হবে!
- তাই, শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, (জন্ম কর্ম চ মে দিবং…)
- ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব যেহেতু অপ্রাকৃত, তাই এই আবির্ভাব এবং তিরোভাবের আপাত প্রকাশে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়।

🕮 ১.১৫.৩৩ – কুন্তিদেবীর জড় জগৎ ত্যাগ –

কুন্তীদেবীও অর্জুনের মুখে যদু বংশের বিনাশ এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রকট হওয়ার কথা শ্রবণ করে একান্ত ভক্তি সহকারে ইন্দ্রিয় জ্ঞানাতীত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সমর্পণ করে এই জড় জগৎ ত্যাগ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তি সেবা চর্চার সূচনা থেকেই বর্তমান দেহটির চিন্ময় সত্তা রূপায়ণের সূচনা হয়ে থোকে, এবং এই ভাবেই পরমেশ্বরের কোন ঐকান্তিক ভক্ত বর্তমান দেহটির সঙ্গে সমস্ত জড় সংযোগ হারাতে থাকে।

🕮 ১.১৫.৩৪ – কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা –

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার পর যেমন সেই দুটি কাঁটাকেই ফেলে দেওয়া হয়, তেমনিই জন্মবিরহিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণও যাদবদের দ্বারা ধরিত্রীর ভারস্বরূপ অসুরদের বধ সাধন করে পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন, এবং তারপর তাদেরও অপ্রকট করিয়েছিলেন, কারণ তাঁর কাছে উভয়ই সমান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর তাঁর টীকায় লিখেছেন যে, মদোন্মত্ত অবস্থায় যাদবদের মৃত্যুর কাহিনী শ্রবণ করে নৈমিষারণ্যে সূত গোস্বামীর কাছে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণরত শৌনকাদির ন্যায় ঋষিরা সুখী হননি।
- তাঁদের সেই মনঃকষ্ট উপশম করার জন্য সূত গোস্বামী তাঁদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, ভগবানেই যদুদের দ্বারা অসুর সংহার করে ভূ-ভার হরণ করেছিলেন এবং তারপর তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।
- সেই কার্য সম্পাদন হওয়ার পর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে সেই দেবতারা সুরাপানে উন্মত্ত হয়ে পরস্পরকে সংহার করেছিলেন। এইভাবে ভগবান তাঁদের দেহত্যাগ করিয়েছিলেন।
- অসুর ও দেবতার মধ্যে পার্থক্য – ভগবানের কাছে অসুর এবং দেবতা উভয়ই সমান, তবে দেবতারা ভগবানের বাধ্য কিন্তু অসুরেরা অবাধ্য। তাই এখানে একটি কাঁটা দিয়ে আর একটি কাঁটা তোলার দৃষ্টান্তটি খুবই যথোপযুক্ত। যে কাঁটাটি ভগবানের পায়ে ফোটে, তা অবশ্যই ভগবানকে ব্যথা দেয়, এবং অন্য যে কাঁটাটি দিয়ে সেই কাঁটাটি তোলা হয়, তা অবশ্যই ভগবানের সেবা করে থাকে। সুতরাং যদিও প্রতিটি জীবই

ভগবানের বিভিন্ন অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবুও কাঁটার মতো ভগবানের পায়ে ফুটে যে ভগবানকে যন্ত্রণা দেয়, তাকে বলা হয় অসুর, আর যিনি স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভগবানের সেবা করেন, তাঁকে বলা হয় দেবতা।

১.১৫.৩৫ –ভগবানের বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ ও পরিত্যাগ–

ঠিক যেমন একজন যাদুকর এক দেহ পরিত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে, তেমনই পরমেশ্বর ভগবান পৃথিবীর ভার হরণ করার জন্য মৎস্য-আদি বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করেন এবং প্রয়োজন সাধনের পর সেই সমস্ত রূপ অপ্রকট করেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ভগবানের অন্তর্ধান-রহস্য"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

"ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ"

- বৃহদ্ -বৈষ্ণব তন্ত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কেউ যদি মনে করে যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রূপ জড়া শক্তি সম্ভূত, তবে তাকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করা উচিত। আর যদি কখনও ঘটনাক্রমে সে নাস্তিকের মুখ দর্শন হয়, তা হলে তৎক্ষণাৎ বস্ত্রসহ নদীতে ডুব দিয়ে কলুষ মুক্ত হতে হয়।
- এই শ্লোকে 'ধত্তে' অর্থাৎ নিত্য ধারণ করেন, এই বিশেষ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (এবং 'ধিত্ব', অর্থাৎ "কোনও উপলক্ষ্যে ধারণ করেন", কথাটি নয়)। এর ভাবার্থ এই যে, ভগবান মীন অবতার সৃষ্টি করেন না; তাঁর এই সমস্ত রূপ নিত্য, এবং এই ধরনের অবতারদের আবির্ভাব এবং তিরোভাব কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করে থাকে।
- পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, যারা ভগবানের প্রতি ক্রোধ এবং ঈর্ষাপরায়ণ, তারা ভগবানের নিত্য শাশ্বতরূপ জানার অযোগ্য।
- তাই কংসের মল্লদের কাছে ভগবান যে অশনি রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, অথবা শিশুপালের কাছে তীব্র রশ্মিচ্ছটা রূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন, তাঁর সেই সমস্ত রূপ তিনি পরিত্যাগ করেন, কিন্তু একজন যাদুকরের মতো ভগবান নিত্য বিরাজমান এবং কোন অবস্থাতেই তাঁর বিনাশ হয় না।

১.১৫.৩৬ – কলির পূর্ণ প্রকটন –

যাঁর পবিত্র যশ শ্রবণ করা বিধেয়,সেই পরম পুরুষ ভগবান মুকুন্দদেব শ্রীকৃষ্ণ যেদিন সশরীরে এই পৃথিবী পরিত্যাগ করলেন, সেইদিনই অবিবেকী জনসমূহের অমঙ্গলের কারণ যে কলি ইতিপূর্বেই কিছুটা প্রকটিত হয়ে ছিল, সে অপরিণত চেতনাবিশিষ্ট মানুষদের জীবনে অশুভ পরিস্থিতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রকটিত হল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ঠিক পরেই কলিযুগ শুরু হয়, কিন্তু ভগবানের উপস্থিতির ফলে সে তার প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কিন্তু ভগবান যখন এই পৃথিবী ছেড়ে তাঁর চিন্ময় শরীর নিয়ে স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেন, তখনই কলিযুগের সমস্ত অশুভ লক্ষনগুলি প্রকাশ পেতে থাকে, যা দ্বারকা থেকে অর্জুনের ফিরে আসার আগেই যুধিষ্ঠির মহারাজ দেখতে পেয়েছিলেন, এবং যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, ভগবান এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁর স্বধামে প্রত্যাবর্তন করেছেন।

১.১৫.৩৭ – সর্বত্র কলির সঞ্চার দর্শনকরে যুধিষ্ঠির মহারাজের গৃহত্যাগের প্রস্তুতি –

লোভ, মিথ্যা, কুটিলতা ও হিংসা প্রভৃতি অধর্মচক্র বিস্তার লাভ করতে দেখে বিজ্ঞ যুধিষ্ঠির মহারাজ বুঝলেন যে, তাঁর রাজধানীতে, রাজ্যে, গৃহে এবং দেহেও কলির সঞ্চার হচ্ছে, তাই তিনি মহাপ্রস্থান করবার উপযুক্ত বসনসমূহ পরিধান করলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "কিভাবে সমাজ কলির দ্বারা প্রভাবিত"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভক্তরা কলিভয় থেকে মুক্ত – আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে, ভগবদ্‌বিমুখ তথাকথিত সভ্য মানুষদের কলি প্রভাবিত করে। কিন্তু যারা ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে ভগবান কর্তৃক সুরক্ষিত, তাদের এই ভয়ঙ্কর কলিযুগ থেকে ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।
- গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর – গৃহের কর্যকলাপ পরিচালনা করার জন্য যখন কোন উপযুক্ত যুবক থাকে, তখন পারমার্থিক জীবনের উন্নতি সাধনের জন্য গৃহস্থ আশ্রম থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত। যতক্ষণ পর্যন্ত যমরাজের ইচ্ছায় একজনে টেনে হিঁচড়ে বার করে না আনা হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহরূপ অন্ধকূপে আবদ্ধ থাকা উচিত নয়।
- মহারাজ যুধিষ্ঠির থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা – মহারাজ যুধিষ্ঠিরের এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আধুনিক যুগের রাজনৈতিক নেতাদের স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করে নবীনদের জন্য পথ ছেড়ে দেওয়া উচিত। আর অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধদেরও তাঁর থেকে এই শিক্ষা লাভ করে বলপূর্বক মৃত্যুর কবলিত হওয়ার পূর্বেই পারমার্থিক জ্ঞান লাভের জন্য গৃহত্যাগ করা উচিত।

১.১৫.৩৮ – পরীক্ষিতের রাজ্যাভিষেক –

অতঃপর, সম্রাট যুধিষ্ঠির সর্বাংশে তাঁর মতো গুণবান, বিনীত পৌত্র পরিক্ষিতকে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বররূপে হস্তিনাপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মহারাজ পরীক্ষিতের অভিষেক"

১.১৫.৩৯ – শ্রীকৃষ্ণ পৌত্র বজ্রের মথুরায় রাজ্যাভিষেক ও যুধিষ্ঠিরের প্রাজাপত্য যজ্ঞ –

তারপর তিনি অনিরুদ্ধের পুত্র (শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র) বজ্রকে শূরসেনদের অধিপতি-রূপে মথুরায় অভিষিক্ত করলেন। তারপর মহারাজ যুধিষ্ঠির প্রাজাপত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যাগ করে যাওয়ার উদ্দেশ্যে আপনাতে অগ্নি আরোপ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে তাদের জীবন এমনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যাতে জীবনের শেষ পনের-কুড়ি বছর পরম পূর্ণতা লাভের জন্য সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করা যায়।

📖 ১.১৫.৪০ – যুধিষ্ঠিরের বসন, অলঙ্কার, অহংকার, মমতা এবং সকল বন্ধন পরিত্যাগ- বাহিক্য অনুসন্ধান নিবৃত্তি –

মহারাজ যুধিষ্ঠির তৎক্ষণাৎ তাঁর বসন ও বলয়াদি রাজকীয় মর্যাদাব্যঞ্জক অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ করে অহঙ্কার এবং মমতা বর্জন করলেন, এবং তাঁর সব কিছুর বন্ধন ছিন্ন করলেন।

✿ শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মুক্তি"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ পদমর্যাদা – মানুষ সাধারণত নানা প্রকার পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত - বংশ, সমাজ, দেশ, বৃত্তি, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা এবং অন্য অনেক রকমের পদমর্যাদা। যতক্ষন পর্যন্ত মানুষ এই সমস্ত পদমর্যাদার প্রতি আসক্ত হয়ে থাকে, ততক্ষণ তাকে জড়জাগতিক কলুষময় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আধুনিক যুগে মানব সমাজের তথাকথিত নেতারা তাদের জাতীয় চেতনার প্রতি আসক্ত, কিন্তু তারা জানে না যে, এই ধরনের ভ্রান্ত চেতনা জড়জাগতিক বদ্ধ জীবের আর একটি পদমর্যাদা বোধ মাত্র। ভগবদধামে ফিরে যাওয়ার আগে তার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হলে এই সমস্ত পদমর্যদা বোধ মানুষকে পরিত্যাগ করতেই হবে।

📖 ১.১৫.৪১ – আভ্যন্তরীন অনুসন্ধান নিবৃত্তি –

তারপর তিনি বাক্-আদি ইন্দ্রিয়সমূহকে মনের মধ্যে, মনকে প্রাণে, প্রাণকে নিঃশ্বাসের অপানবায়ুতে, অপানবায়ুকে মৃত্যুতে, মৃত্যুকে পঞ্চভূতাত্মক দেহে লীন করলেন এবং জীবনের জড়জাগতিক ধারণা থেকে মুক্ত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ প্রকৃতপক্ষে, মনের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করা যায় না, কারণ সেগুলি নিত্য শাশ্বত আত্মারই প্রতিফলন, কিন্তু কার্যকলাপের গুণবৈশিষ্ট্যগুলিকে জড় সত্তা থেকে ভগবানের অপ্রাকৃত সেবার সত্তায় পরিবর্তন করা যায়।

📖 ১.১৫.৪২ – ঐ –

তারপর সেই মুনি যুধিষ্ঠির পঞ্চভূতের ঐক্যস্বরূপ জড় দেহকে জড়া প্রকৃতির তিন গুণে লীন করে, সেই গুণত্রয়কে একত্বে বা অবিদ্যায় লীন করলেন এবং তারপর অবিদ্যাকে আত্মায় এবং আত্মাকে অব্যয় ব্রহ্মে লীন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ জড়া প্রকৃতির গুণত্রয়ের প্রভাবে প্রকাশিত দেহের ভাল, খারাপ এবং মাঝারি -এই তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্বাপিত হয়। তারপর প্রকৃতির গুণগুলি শুদ্ধ জীবের ভ্রান্ত পরিচিতি উদ্ভূত জড়া প্রকৃতির অবিদ্যায় লীন হয়।

✍ জীবন্মুক্ত অবস্থা – এইভাবে সব রকম জড় সম্পর্ক থেকে মুক্ত হওয়া, আর জড়া প্রকৃতির স্থূল এবং সূক্ষ্ম বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে এই জগতে অবস্থান কালেও ভগবানের দাসত্ব বরণ করা যায়। এই অবস্থাকে বলা হয় জীবন্মুক্ত অবস্থা। জড় জগতে অবস্থান কালেও এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করা যায়। এইটিই হচ্ছে জড় অস্তিত্বের সমাপ্তি সাধনের পন্থা।

✍ নির্বিশেষবাদী ও শুদ্ধ ভক্তের পার্থক্য – নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলেই অনুমান করা উচিত নয়, ব্রহ্মভূত স্তরে অবস্থানের উপযোগী আচরণ করাও কর্তব্য। যে নিজেকে কেবল ব্রহ্ম বলে মনে করে, সে নির্বিশেষবাদী, এবং যিনি ব্রহ্মভূত স্তরের উপযোগী আচরণ করেন, তিনি শুদ্ধ ভক্ত।

📖 ১.১৫.৪৩ – যুধিষ্ঠিরের গৃহত্যাগ –

তারপর যুধিষ্ঠির মহারাজ ছিন্নবস্ত্র পরিধান করে, সব রকম আহার বর্জন করে, মৌনী ভাব অবলম্বন করে, আলুলায়িত কেশ হয়ে নিজেকে জড়, উন্মাদ ও পিশাচের মতো ভাব দেখিয়ে অনুজাদি কারও অপেক্ষা না করে এবং বধিরের মতো কারও কোনও কথায় কর্ণপাত না করেই গৃহ থেকে বহির্গত হলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ সব কিছু থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হওয়াকে বলা হয় বিশুদ্ধ নির্ভীক অবস্থা।

📖 ১.১৫.৪৪ – উত্তর দিকে গমন (মহাত্মাদের পথ) –

একাগ্রচিত্তে পরব্রহ্মের ধ্যান করতে করতে, যেদিকে গমন করলে আর ফিরতে হয় না, মহাত্মারা যে পথে গমন করেছিলেন, যুধিষ্ঠির মহারাজ সেই উত্তর দিকেই গমন করলেন।

৪৫-৫১ – বাকী পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী এবং বিদুরের অবসর –

📖 ১.১৫.৪৫ – কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের যুধিষ্ঠিরের অনুগমন –

অধর্মের বন্ধু কলির প্রভাবে সারা পৃথিবীর প্রজাদের অধর্ম-আচরণের প্রবৃত্তি দ্বারা আক্রান্ত দেখে যুধিষ্ঠিরের কনিষ্ঠ ভ্রাতারাও অবিচলিত চিত্তে তাঁর অনুগমন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

✍ জীবনের চরম উদ্দেশ্য – শ্রীধর স্বামীর মতে ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ জীবনের চরম উদ্দেশ্য নয়। এই সমস্ত পন্থা তারাই অনুসরণ করে, যারা জীবনের চরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথভাবে অবগত নয়।

📖 ১.১৫.৪৬ – পান্ডবদের শ্রীকৃষ্ণ ধ্যেয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজ –

যদিও পাণ্ডবেরা সকলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ রূপ চতুর্বর্গকে সম্যক্ রূপে আয়ত্ত করেছিলেন, তথাপি তাঁরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলকেই জীবের পরম পুরুষার্থ জেনে, মনে মনে তাঁরই ধ্যান ধারণা করতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতে, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ লাভের পন্থা তাঁরাই গ্রহণ করেন, যাঁরা পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হতে পারেননি। এই চতুর্বর্গের প্রভাবের দ্বারা কলুষিত এই সমস্ত মানুষেরা বৈকুণ্ঠপতি পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় অবলম্বন করতে পারে না।

১.১৫.৪৭-৪৮ – পান্ডবদের সশরীরে গোলক বৃন্দাবন প্রাপ্তি –

নিরন্তর ভগবানের কথা স্মরণ করার ফলে তাঁদের চেতনা নির্মল হওয়ায় চিদাকাশে তাঁরা পরম নারায়ণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শাসনাধীন চিন্ময় ধাম লাভ করেছিলেন। সেই ধাম তাঁরাই প্রাপ্ত হন, যাঁরা ঐকান্তিকভাবে ভগবানের ধ্যান করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক ভগবানের সেই ধাম জড় বিষয়াসক্ত মানুষেরা কখনই লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাণ্ডবদের সমস্ত জড় কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিধৌত হয়েছিল বলে তাঁরা সশরীরে সেই ধাম প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীল জীব গোস্বামীর মতে, যে মানুষ প্রকৃতির সত্ত্ব, রজো এবং তমো গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, তিনি তাঁর দেহ পরিবর্তন না করেই জীবনের পরম গতি লাভ করতে পারেন।
- শ্রীল সনাতন গোস্বামী হরিভক্তিবিলাসে বলেছেন, যে কোন মানুষ সদগুরুর তত্ত্বাবধানে পারমার্থিক শিক্ষা অনুশীলন করার ফলে দ্বিজ ব্রাহ্মণত্বের চরম পূর্ণতা লাভ করতে পারেন, ঠিক যেমন কোন রাসায়নবিদ বিশেষ রাসায়নিক কৌশলে কাঁসাকে সোনায় পরিবর্তন করতে পারে। তাই ব্রাহ্মণত্ব লাভের ব্যাপারে সদগুরুর শিক্ষা এবং নির্দেশই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, দেহের পরিবর্তন না করেই ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, তেমনই যথাযথ পন্থা অনুসরণ করার মাধ্যমে দেহের পরিবর্তন না করেই ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়া যায়।

১.১৫.৪৯ – বিদুরেও স্বস্থানে গমন (প্রভাস তীর্থে দেহ ত্যাগকরে) –

বিদুরও শ্রীকৃষ্ণের চিন্তায় আবিষ্ট হয়ে প্রভাস তীর্থে দেহ পরিত্যাগ করে পিতৃগণসহ স্বস্থানে গমন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যমরাজ ভক্তদের সহৃদয় বন্ধু – মানুষ যমরাজকে ভয় পায়, কারণ একমাত্র তিনিই জড় জগতের দুষ্কৃতকারীদের দণ্ডদান করেন, কিন্তু যাঁরা ভগবদ্ভক্ত তাঁদের পক্ষে তাঁকে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই। তিনি ভক্তদের সহৃদয় বন্ধু, কিন্তু অভক্তদের কাছে তিনি মূর্তিমান ভয়।
- তাঁর দেহান্তে পিতৃলোকের অধিবাসীরা পুনরায় তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে স্বপদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন।

১.১৫.৫০ – দ্রৌপদী ও সুভদ্রারও পতিদের অনুরূপ সুফল অর্জন –

দ্রৌপদীও দেখলেন যে, তাঁর পতিদের মধ্যে কেউই তাঁর অপেক্ষা না করে একে একে সকলেই চলে গেলেন। তিনি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে উত্তমরূপেই জানতেন। তিনি এবং সুভদ্রা উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে একান্তভাবে চিত্ত সমর্পণ করে তাঁর পতিদেরই অনুরূপ সুফল অর্জন করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নিজের সাহায্য নিজেকেই করতে হয় – আকাশে বিমান চালানোর সময় অন্য বিমানের চালনায় সাহায্য করা যায় না। প্রত্যেককেই তার নিজের নিজের বিমান চালাতে হয়, এবং কারও কোনও বিপদ হলে অন্য কোনও বিমান এসে তাকে সাহায্য করতে পারে না। তেমনই জীবনের অন্তিম সময়ে, যখন ভগবানের কাছে ফিরে যাওয়ার সুযোগ লাভ হয়, তখন সকলকেই অন্যের সাহায্য ব্যতীতই সেই পথে এগিয়ে চলতে হয়। আকাশে উড়বার আগে, মাটিতে থাকার সময়, সাহায্য পাওয়া যায়।
- একাকী গন্তব্যে একাকী যাত্রী – তেমনই, শ্রীগুরু, পিতা, মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পতি এবং অন্য সকলে জীবদ্দশায় নানা ভাবে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু ভব সমুদ্র পার হওয়ার সময় পূর্বলব্ধ সমস্ত উপদেশ স্মরণ করে এবং সেগুলির সদব্যবহার করে এবং একাকী গন্তব্য স্থলে এগিয়ে যেতে হয়।
- শ্রীল বিশ্বনাথ ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন যে, সুভদ্রার নাম যদিও এই শ্লোকে উল্লেখ করা হয়নি, তিনিও দ্রৌপদীরই গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁদের দুজনকেই দেহত্যাগ করতে হয়নি।

১.১৫.৫১ – ফলশ্রুতি –

ভগবানের প্রিয় পাত্র পাণ্ডবদের এই পরম পবিত্র পরম মঙ্গলময় মহাপ্রস্থান কাহিনী যিনি শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করেন, তিনি অবশ্যই ভগবদ্ভক্তি লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শ্রীমদ্ভাগবত কি? –
  - পরমেশ্বর ভগাবন এবং পাণ্ডব প্রমুখ তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপের বর্ণনা, তা অপ্রাকৃত।
- শ্রীমদ্ভাগবতের ফলশ্রুতি –
  - শ্রদ্ধা সহকারে তা শ্রবণ করলে ভগবান এবং তাঁর নিত্য পার্ষদদের সঙ্গলাভ করা যায়।
  - জীবনের পরম গতি লাভ করা যায়, অর্থাৎ ভগবদ্ ধামে ফিরে যাওয়া যায়।